দুই.

বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*: সার-সংক্ষেপ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আপাদমস্তক একজন রাজনীতিক ছিলেন। তিনি বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান। ইতিহাসের মহানায়ক। তাঁর নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। তিনি আমাদের জাতির জনক ও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা।

সম্প্রতি দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকথা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (এরপর, শুধু *আত্মজীবনী*) বই আকারে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেছে। বঙ্গবন্ধুর জীবনের ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনা এতে স্থান পেয়েছে। অসম্পূর্ণ হলেও আমাদের জাতীয় রাজনীতির ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব নিয়ে এটি লিখিত। তাই এ গ্রন্থ যে একটি অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বইটি পাঠ থেকে জানা যায়, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি থেকে বঙ্গবন্ধু এটি লেখা শুরু করেন (পৃ. xiv ও ৫৯), কিন্তু শেষ করতে পারেননি। বঙ্গবন্ধুর মহাপ্রয়াণের ৩৭ বছর পর এটি প্রকাশিত হলো। ৪টি খাতায় বঙ্গবন্ধুর স্বহস্তে লেখা স্মৃতিকথা ২০০৪ সালে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে পৌছা, সেও যেন এক অলৌকিক ঘটনা, যা বইয়ে তাঁর (শেখ হাসিনা) ভূমিকা থেকে জানা যায়।

বইটিতে বর্ণিত বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর কালকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব (১৯২০-১৯৪২), তাঁর জন্ম থেকে শুরু করে ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল হতে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করা পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪২-১৯৪৭), কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি ও বেকার হোস্টেলে থাকা থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত। তৃতীয় পর্ব (১৯৪৭-১৯৫৪), ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধুর ঢাকা আগমন থেকে ১৯৫৪ সালের শেষের দিকে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে গঠিত 'কেবিনেট অব ট্যালেন্টস'-এ আইনমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর যোগদান এবং যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসেবে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন পর্যন্ত।

বঙ্গবন্ধুর নিজের জন্ম, শেখ পরিবারের বংশ পরিচয়, মুগল আমলে জমি ও ব্যবসা থেকে সৃষ্ট শেখ পরিবারের বিত্তবৈভব, মামলায় পড়ে আর্থিক ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা, জমিদারি নিয়ে রানী রাসমনির স্টেটের সঙ্গে শেখ পরিবারের দ্বন্দ্ব, শেখ পরিবারের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী কাজী বংশের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা দ্বন্দ্ব ও শেখদের বিরুদ্ধে গ্রাম্য মামলা, ইংরেজদের প্রতি শেখ বংশের বৈরী অবস্থান, ভারতের অন্যান্য মুসলিম অভিজাত পরিবারের ন্যায় শেখ পরিবারের সদস্যদের ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা, বংশের ঐতিহ্য অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা, বঙ্গবন্ধুর ১২-১৩ বছর বয়সে 'মুরব্বিদের হুকুমে' ৩ বছর বয়সী শিশু, চাচাতো বোন রেণু'র (বেগম ফজিলাতুন্নেছা) সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া [বঙ্গবন্ধুর কথায়, "আমি শুনিলাম আমার বিবাহ হয়েছে। তখন কিছুই বুঝতাম না," পৃ. ৭], স্থানীয় গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুল, পরে মাদারীপুর হাইস্কুল এবং শেষে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে লেখাপড়া করা ও ১৯৪২ সালে সেখানে থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস, স্কুল জীবনে খেলাধুলা করা (ফুটবল, ভলিবল, হকি), বেরিবেরি রোগ ও চোখে গ্লুকোমার কারণে প্রায় ৪ বছর লেখাপড়া বন্ধ থাকা, ১৯৩৬ সালে মাদারীপুর হাই স্কুলের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন নেতাজী সুভাষ বসুর সমর্থকদের জনসভায় নিয়মিত যোগদান, মনে মনে স্বাধীনতার পক্ষে ও ইংরেজদের বিরোধিতার ধারণার সৃষ্টি, সুভাষ বসুর ভক্ত হয়ে ওঠা, গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পড়াশোনাকালীন (১৯৩৭-১৯৪২) স্কুলের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন হওয়া, গরিব মুসলিম ছাত্রদের জন্য মুষ্টি ভিক্ষার চাল ও জায়গিরের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাদের সাহায্যার্থে 'মুসলিম সেবা সংঘ' গঠন ও এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন, ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের পর কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মুসলিম লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন এবং হিন্দু-সম্প্রদায়ের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া, ১৯৩৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হক এবং শ্রম ও বাণিজ্য মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জনসভা করতে গোপালগঞ্জ আগমন উপলক্ষে মুজিবের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, স্কুল পরিদর্শনকালে তাঁর সোহরাওয়ার্দীর দৃষ্টিতে আসা, তখন থেকে চিঠির মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ, স্থানীয় হিন্দু মহাসভা সভাপতি কর্তৃক এক মুসলিম ছাত্রকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার ওপর শারীরিক নির্যাতন এবং তাকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে আসার ঘটনায় বঙ্গবন্ধুর জীবনে প্রথম ৭ দিনের জন্য জেলে কাটানো, ১৯৩৯ সালে কলকাতা গিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ এবং সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁর উদ্যোগে গোপালগঞ্জে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের স্থানীয় কমিটি গঠন ও এর সম্পাদক নির্বাচিত হওয়া, স্থানীয় মুসলিম লীগ ডিফেন্স কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪১ সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্রলীগ কনফারেন্সে যোগদান ও তাতে কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান পরিবেশন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ব্রিটিশদের প্রতি মুসলিম লীগের নীতি ও অবস্থান নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে ফজলুল হকের সঙ্গে জিন্নাহর মতবিরোধ এবং ১৯৪১ সালের শেষের দিকে ফজলুল হক

কর্তৃক মুসলিম লীগ ত্যাগ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভাকে সঙ্গে নিয়ে হক সাহেবের নতুন মন্ত্রিসভা গঠন (যা 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা' নামে আখ্যাত), নতুন এই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর তাতে ঝাঁপিয়ে পড়া, কলকাতায় সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নিয়মিত সাক্ষাৎ, ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাবনার সিরাজগঞ্জ শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে জিন্নাহর উপস্থিতি এবং ফরিদপুর থেকে বিরাট কর্মী বাহিনী নিয়ে বঙ্গবন্ধুর তাতে যোগদান ইত্যাদি বঙ্গবন্ধুর জীবনের প্রথম পর্ব বা টুঙ্গিপাড়া-গোপালগঞ্জ ঘিরে তাঁর শৈশব-কৈশর বয়ঃপ্রাপ্তকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা বইয়ের এই অংশে বিধৃত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবনের এই অধ্যায়কে বলা যায়, রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি ও ভবিষ্যতে নেতৃত্বের পর্যায়ে উঠে আসার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনকাল।

কলকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুর সার্বক্ষণিক যুক্ত হওয়া ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে এসে তাঁর সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হওয়া এবং তাঁর ছায়াতলে থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, ১৯৪৩ সালে সোহরাওয়ার্দীর সমর্থন নিয়ে আবুল হাশিম বঙ্গীয় মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগের সোহরাওয়ার্দী-হাশিম বা 'প্রগতিশীল' বনাম নাজিমুদ্দীন-আকরম খাঁ বা 'প্রতিক্রিয়াশীল' এই দু'ধারায় অভ্যন্তরীণভাবে বিভক্ত হয়ে পড়া[১] এবং বঙ্গবন্ধুর প্রগতিশীল ধারার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকা, বিভিন্ন জেলার ছাত্র ও তরুণ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠা, ১৯৪৩ সালে 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার' পতন এবং খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের সরকার গঠন, সোহরাওয়ার্দীর সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী হওয়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪৩ সালে লীগ মন্ত্রিসভার সময়ে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং দুর্ভিক্ষে মানুষের মৃত্যু ও হাহাকার, লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় বঙ্গবন্ধুর ঝাঁপিয়ে পড়া, সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে 'কন্ট্রোল দোকান' ও লঙ্গরখানা খোলা, একই সময়ে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে গোপালগঞ্জে 'দক্ষিণ বাংলা পাকিস্তান কনফারেন্স' আয়োজন, এক হিন্দু পরিবারের মুসলিম জাতিভেদের ঘটনা, ১৯৪৩ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে বাংলা থেকে যোগদান এবং প্রথম বাংলার বাইরে যাওয়া, দিল্লি ঘুরে দেখা শেষে টাকার অভাবে তিন বন্ধুর একখানা টিকিট কিনে ট্রেনের 'সার্ভেন্ট ক্লাসে' হাওড়া পৌছার কাহিনী, ১৯৪৪ সালে কুষ্টিয়ায় ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদান এবং দুই গ্রুপের মধ্যে চরম অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলার কারণে সমর্থকদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সম্মেলন স্থান ত্যাগ, দলকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে তুলতে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রগতিশীল জেনারেল সেক্রেটারি আবুল হাশিমের কলকাতা ও ঢাকা 'পার্টি হাউজে' দিন কাটানো এবং কর্মীদের ক্লাস নেওয়া, ঐ সব 'ক্লাস' সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি, জমিদারি প্রথা বিলোপসহ তরুণ কর্মীদের নিকট পাকিস্তান ধারণা স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের জন্য আবুল হাশিমের 'ড্রাফট ম্যানিফেস্টো' প্রণয়ন, ১৯৪৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক

মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভায় আবুল হাশিমের দ্বিতীয়বার দলের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হওয়া, নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার পতন (২৮শে মার্চ ১৯৪৫), বাংলায় মুসলিম লীগকে তৃণমূল পর্যায়ে গড়ে তোলা এবং পাকিস্তান আন্দোলনকে জনগণের আন্দোলনে পরিণত করার ক্ষেত্রে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের ভূমিকা, নাজিমুদ্দীন-আকরম খাঁ গ্রুপ সমর্থক *দৈনিক আজাদ* ও ইংরেজি *দৈনিক মর্নিং নিউজ* পত্রিকার বিপরীতে আবুল হাশিমের সম্পাদনায় *সাপ্তাহিক মিল্লাত* প্রকাশ, ১৯৪৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়া, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পূর্বে লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন নিয়ে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের দু'গ্রুপের দ্বন্দ্ব, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে নির্বাচনকে 'পাকিস্তান ইস্যু'র ওপর গণভোট হিসেবে দেখা, নির্বাচনে দলের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর ফরিদপুর জেলার দায়িত্ব পালন, নির্বাচনের ফলাফল, নির্বাচনোত্তর বাংলায় সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সরকার গঠন, জিন্নাহ আহূত দিল্লি মুসলিম লেজিসলেটরস কনভেনশনে (৭-৯ এপ্রিল ১৯৪৬) বাংলা থেকে সোহরাওয়ার্দী ও নির্বাচিত এমএলএদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ও আরো কিছু লীগ কর্মীর যোগদান, কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের (১৯৪০) পরিবর্তন করে প্রস্তাব গৃহীত হলে আবুল হাশিমের প্রতিবাদ, কনভেনশন শেষে আগ্রায় তাজমহল দেখা ও তার বিবরণ, ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে ভারত থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে এটলির লেবার গভর্নমেন্ট কর্তৃক ভারতে ৩-সদস্যের কেবিনেট মিশন প্রেরণ (১৫ই মার্চ ১৯৪৬), কেবিনেট মিশন প্লান গ্রহণে কংগ্রেসের ওয়াদা ভঙ্গ, পাকিস্তান অর্জনে ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ জিন্নাহর 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা, ১৬ই আগস্ট কলকাতায় সংঘটিত ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা[২] ও তাতে কার কী ভূমিকা ছিল তার বিশদ বিবরণ, দাঙ্গা ঠেকাতে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, কলকাতা দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নোয়াখালী ও বিহারে দাঙ্গা, দাঙ্গা-আক্রান্ত বিহারের মুসলমানদের মধ্যে দেড় মাস ধরে বঙ্গবন্ধুর স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন, জওয়াহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত অন্তবর্তীকালীন সরকারে অবশেষে মুসলিম লীগের যোগদান, কংগ্রেসের এক অংশ ও হিন্দু মহাসভার বাংলা ভাগের পক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারণা, বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান, দেশ বিভাগের প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দীর 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা ব্যর্থ হওয়া,[৩] ভারত বিভক্তির সিদ্ধান্ত, সিলেটের গণভোটে (৭ই জুলাই ১৯৪৭) বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, লীগ হাইকমান্ডের হস্তক্ষেপে পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচনে (৫ই আগস্ট ১৯৪৭) নাজিমুদ্দীনের নিকট সোহরাওয়ার্দীর পরাজয়বরণ, দেশ বিভাগের পর কিছু সময় কলকাতায় অবস্থান করে বঙ্গবন্ধুর গান্ধী ও সোহরাওয়ার্দীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ এবং পরিশেষে, কলকাতা ছেড়ে পূর্ব বাংলায় ফিরে আসা ইত্যাদি বঙ্গবন্ধুর কলকাতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক জীবনের প্রধান ঘটনা, যা বইয়ের দ্বিতীয় অংশে স্থান পেয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবনের এই অধ্যায়কে বলা যায়, প্রতিশ্রুতিশীল ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার প্রস্তুতিকাল।

আলোচ্য বইয়ে বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীর* তৃতীয় পর্ব বা দেশ বিভাগ-উত্তর ঢাকাভিত্তিক রাজনৈতিক জীবনের যেসব ঘটনা স্থান পেয়েছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসা এবং ১৫০ নম্বর মোগলটুলী 'পার্টি হাউজে' ওঠা, ১৯৪৮ সালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে প্রচারের লক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দীর পূর্ব বাংলা সফরে আসা এবং নাজিমুদ্দীন সরকার কর্তৃক পূর্ব বাংলা থেকে তাঁর বহিষ্কার বা ভারতে ফিরে যেতে তাঁকে বাধ্য করা, পাকিস্তান গণপরিষদ থেকে সোহরাওয়ার্দীর সদস্যপদ বাতিল, গণতান্ত্রিক যুব লীগ (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭), গণ আজাদী লীগ (জুলাই ১৯৪৭), তমদ্দুন মজলিসের (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) প্রতিষ্ঠা, ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে বঙ্গবন্ধুর ভর্তি হওয়া, ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তাঁর উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গ, ভাষা-আন্দোলনের প্রথম পর্ব এবং ১১ই মার্চ ১৯৪৮ তাঁর ও অন্যদের গ্রেপ্তারবরণ, জিন্নাহর ঢাকা আগমন (১৯৪৮) এবং রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে উর্দুর পক্ষে তাঁর ঘোষণা ও ছাত্রদের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ, ১৯৪৮ সালে টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে মওলানা ভাসানীর বিজয় এবং পরে তাঁর সদস্যপদ বাতিল, রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে রাজবন্দিদের ওপর গুলি ও হত্যা (১৯৫০), মুসলিম লীগকে সংগঠিত করতে করাচিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিকট প্রতিনিধি দল প্রেরণ (১৯৪৯) ও সদস্যভুক্তির রশিদ বই সংগ্রহের ব্যর্থ চেষ্টা, পূর্ব বাংলায় ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপর মুসলিম লীগ সরকারের জুলুম-নির্যাতন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বদান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শাস্তিস্বরূপ জরিমানা ও শিক্ষাজীবনের অবসান, ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে মোগলটুলী পার্টি হাউজের প্রধান সংগঠক শামসুল হকের বিজয় ও মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয়, ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং কারাগারে নিরাপত্তা বন্দি হিসেবে থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর নতুন এই দলের যুগ্ম-সম্পাদক হওয়া, আওয়ামী লীগের প্রথম ম্যানিফেস্টো, ১৯৪৯ সালে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করতে লাহোর যাওয়ার কাহিনী, জেলখানায় সাধারণ কয়েদি হিসেবে নিজের বন্দি থাকার অভিজ্ঞতা, ১৯৫০ সালে ঢাকায় গ্রান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন অনুষ্ঠান, ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হত্যা ও খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রধানমন্ত্রী হওয়া, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রের আধিপত্য, ভাষা-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৫২) ও তাতে বঙ্গবন্ধুর বন্দি অবস্থায় ভূমিকা, বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন আহমেদ (বরিশাল)-এর আমরণ অনশন পালন, ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রহত্যার ঘটনা, মোগলটুলী পার্টি হাউজ থেকে নবাবপুরে আওয়ামী লীগ অফিস স্থানান্তর, বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ (১৯৫২), বঙ্গবন্ধুর পশ্চিম পাকিস্তান সফর এবং কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সংযুক্তি (এফিলিয়েশন)-এর প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দীর নিকট বঙ্গবন্ধুর দুই শর্ত,[৪] আওয়ামী লীগের প্রচারকার্যে *ইত্তেফাক* ও মানিক মিয়ার অবদান, আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে নেতৃত্বের কোন্দল, আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করতে বঙ্গবন্ধুর জেলা পর্যায়ে সফর, ১৯৫২ সনে

শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে বঙ্গবন্ধুর চীন সফর ও সফরের অভিজ্ঞতা, কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় শামসুল হকের মস্তিস্ক বিকৃতি ও জেল থেকে মুক্তি লাভ, আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল সভা (১৯৫৩) এবং বঙ্গবন্ধুর দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়া, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য, ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে নাজিমুদ্দীনের বরখাস্ত হওয়া ও মোহাম্মদ আলী বগুড়ার প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ, '৫৪ সালের নির্বাচন উপলক্ষে যুক্তফ্রন্ট গঠনের পটভূমি, আওয়ামী লীগের ময়মনসিংহ কনফারেন্স (নভেম্বর ১৯৫৩), যুক্তফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান, যুক্তফ্রন্ট ও মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারণা, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু বনাম ওয়াহিদুজ্জামান (মুসলিম লীগ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বঙ্গবন্ধুর বিপুল ভোটে বিজয়, নির্বাচন-উত্তর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন, মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধুর অন্তর্ভুক্তি, আদমজীতে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা, করাচিতে গভর্নর-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎ, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলে কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র, কলকাতায় ফজলুল হকের ভাষণ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ও ৯২ (ক) ধারা জারি, বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার হওয়া, পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ বাতিল (অক্টোবর ১৯৫৪), সিন্ধু কোর্টে গণপরিষদের সভাপতি তমিজউদ্দীন খানের মামলা, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি (১৯৫৪), মোহাম্মদ আলী বগুড়ার 'কেবিনেট অব ট্যালেন্টস'-এ আইনমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর যোগদান (ডিসেম্বর ১৯৫৪) এবং এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান, যুক্তফ্রন্টের শরিকদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের মতবিরোধ ও ফজলুল হকের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর তৃতীয় পর্ব বা দেশ বিভাগ-উত্তর ঢাকাভিত্তিক রাজনৈতিক জীবনের এই অধ্যায়কে বলা যায় তাঁর জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশকাল।

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তারিত, Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh*, pp. 152-165; আরো Abul Hashim, *In Retrospection,* Dhaka: Mowla Brothers 1974।

২. বিস্তারিত, Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh*, pp. 240-246।

৩. বিস্তারিত, Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh*, pp. 257-322।

৪. এক. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র, ম্যানিফেস্টো পরিবর্তন না করা, দুই. উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন, *আত্মজীবনী*, পৃ. ২১৬।